সংবাদ

তারিখ 06 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বিনামূল্যের পাঠ্যবই ২০১৩

৫শ' কোটি টাকার কাজ বাগিয়ে নিতে মরিয়া অসাধু মুদ্রাকররা

• ইন্ধন জোগাচ্ছে মাফিয়া গোষ্ঠী ও কমিশনভোগীরা

রাকিব উদ্দিন

জোরপূর্বক প্রায় ৫০০ কোটি টাকার পাঠ্যবইয়ের কাজ বাগিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিএনপি-জামায়াতপন্থি অসাধু মুদ্রাকররা। কাজ পেতে তারা দেশের অন্যতম বৃহৎ একটি শিল্পগোষ্ঠীর পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ইতোমধ্যেই এনসিটিবি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ভয়ভীতি এমনকি দেশছাড়া করারও হুমকি দিয়েছেন। কারণ প্রথমবারের মতো এবার মাদ্রাসার এবতেদায়ি এবং দাখিল স্তরের প্রায় পৌনে চার কোটি কপি পাঠ্যবই ছাপার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে কাগজসহ। এতে বিপাকে পড়েছে কাগজ উৎপাদনকারী অসাধু সিন্ডিকেট এবং এ ব্যবসার কমিশনভোগীরা। কিন্তু এতে সরকারের মোটা অংকের অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি সময়ও অনেক বাঁচবে।

এ পরিস্থিতিতে প্রভাবশালীদের হুমকি ও অপতৎপরতা এড়াতে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপার পুরো কার্যক্রম শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজেই তদারকির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়া এ সম্পর্কীয় যেকোন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) সর্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

জানতে চাইলে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল সোমবার সংবাদ'কে বলেছেন, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের (টেন্ডার) আইনকানুন যথাযথভাবে মেনেই প্রিন্টার্স'দের দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে হবে। যোগ্য, দক্ষ এবং যাদের বই ছাপার পর্যাপ্ত অবকাঠামো, জনবল ও অত্যাধুনিক মেশিন আছে তারাই কার্যাদেশ পাবে। আর পাঠ্যপুস্তক ছাপার পুরো কাজই এবার মনিটরিং করবেন শিক্ষামন্ত্রী নিজে।

এদিকে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম শাহ আলম গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, 'আমরা বিশ্ব ব্যাংকে বুঝি না। তাদের ৮০ কোটি টাকার লোভে দেশের ৪০০ কোটি টাকার কাজ বিদেশে পাচার হতে দেব না। তিলে তিলে গড়া এদেশের মুদ্রণ শিল্পকে আমরা ধ্বংস হতে দেব না'।

তিনি বলেন, 'মুদ্রণ শিল্প সমিতির চারটি দাবি সরকারকে অবশ্যই মানতে হবে। এগুলো হলো মাধ্যমিকের বই স্থানীয় দরপত্রে ছাপতে হবে বিনামূল্যের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বিনামূল্যের : পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং বিগত বছরের ন্যায় কাগজ এনসিটিবিকেই কিনে দিতে হবে। প্রাথমিকের বই স্থানীয় দরপত্রে ছাপতে হবে কাগজসহ। ১৯৯৪ সালের বাণিজ্য সহায়ক বিধিমালা অনুসারে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সদস্য ছাড়া কেউ যাতে দরপত্রে অংশ নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। আর বিদেশি কোন প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যবইয়ের দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যাবে না'।

এনসিটিবি জানায়, ৫ ভাগ বাফার স্টকসহ (প্রাক্কলিত) ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে মোট পাঠ্যবই ছাপা হবে প্রায় ২৭ কোটি। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের ১১ কোটি ৩০ লাখ, মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১০ কোটি ৭৫ লাখ, এসএসসি ভোকেশনালের প্রায় ২০ লাখ, ইংরেজি ভার্সনের প্রায় পাঁচ লাখ, দাখিল স্তরের এক কোটি ৯০ লাখ এবং এবতেদায়ির এক কোটি ৮৫ লাখ কপি।

বিশ্বব্যাংকের শর্ত : জানা যায়, ২৭ কোটি কপি বই ছাপতে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। এর ৮০ ভাগ বহন করবে সরকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বা পিইডিপি-৩ এর অধীনে ২০ ভাগ বহন করছে বিশ্বব্যাংক ও কয়েকটি দাতাসংস্থা। পাঠ্যবইয়ের গুণগতমান নিশ্চিত, যথাসময়ে বই সরবরাহ এবং সর্বোপরি অযোগ্য ও ভুঁইফোড় প্রেস মালিকরা যাতে কার্যাদেশ বাগিয়ে নিতে না পারে সেজন্য দাতাসংস্থাগুলো কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের শর্তকে ইতিবাচক আখ্যায়িত করে এ সম্পর্কে অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, গত বছর কিংবা এর আগের বছর যেসব প্রিন্টার্স কমপক্ষে এনসিটিবি'র চার লাখ পাঠ্যবইয়ের কার্যাদেশ নিয়ে ঠিকমতো তা সরবরাহ করেছে তারাই এবার দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক দরপত্রে ৯৮টি লটে প্রাথমিক স্তরের সব পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে। প্রতিটি লটে বই থাকবে দুই থেকে তিন লাখ।

এনসিটিবি জানায়, গত তিন বছর ধরে সরকার শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই তোলে দিতে সক্ষম হয়েছে। এর আগে মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং কাগজ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে কোন সরকারই শিক্ষাবর্ষের শুরু ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দিতে পারেনি। কিন্তু আগামীতে রেকর্ডসংখ্যক বই ছাপতে হচ্ছে। তাই ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই দেশের সব ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন বই তুলে দিতে এবার প্রায় তিন মাস আগ থেকেই বই ছাপার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

মুদ্রাকরদের হুমকির নেপথ্যে : সংশ্লিষ্টরা জানায়, দেশীয় দরপত্রে মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই ছাপা হয়। এসব বই ছাপার কাগজ এনসিটিবি আলাদা কিনে মুদ্রাকরদের সরবরাহ করে থাকে। এতে কাগজের জন্য আলাদা দরপত্র আহ্বান করতে হয়, যা অনেক সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। কিন্তু আন্তর্জাতিক দরপত্রে কাগজসহ বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়া হয়, যাতে সময় অনেক সাশ্রয় হয় এবং সরকারের খরচও অনেক কম হয়। তাই পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরের সব বই আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপার চিন্তাভাবনা করছে সরকার।

এর আলোকেই এবার দাখিল স্তরের এক কোটি ৯০ লাখ এবং এবতেদায়ির এক কোটি ৮৫ লাখ কপি আন্তর্জাতিক দরপত্রে ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অর্থাৎ যেসব প্রতিষ্ঠান এসব বই ছাপার কার্যাদেশ পাবে তারাই কাগজ কিনে বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করবে। এনসিটিবি কেবল বইয়ের মান ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম মনিটরিং করবে। কিন্তু দেশীয় মুদ্রণ শিল্প ধ্বংসের ধুয়া তুলে এ কাজে অহেতুক বিরোধিতা করছে বিএনপি-জামায়াতপন্থি কয়েকজন মুদ্রাকর। সংশ্লিষ্টরা জানায়, আন্তর্জাতিক দরপত্রে মাধ্যমিকের কিছু বই ছাপার উদ্যোগ নেয়ায় অসাধু মুদ্রাকরদের একচেটিয়া বাণিজ্য যেমন নস্যাৎ হচ্ছে, তেমনি এনসিটিবি'কে মাফিয়া গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে চড়া দামে নিম্নমানের কাগজ কিনতে হচ্ছে না। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিতর্কিত শিল্পগোষ্ঠীর কাছ থেকে কাগজ কিনতে বাধ্য করে আসা সরকারদলীয় কয়েকজন বিতর্কিত নেতা। আন্তর্জাতিক দরপত্র হওয়ায় বিতর্কিত নেতাদের অনৈতিক কমিশন সুবিধা কমে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম শাহ আলম বলেন, 'আমরা কোন মাফিয়া গোষ্ঠীর কাছ থেকে কমিশন খাই না। তাদের কথায় চলিও না। এনসিটিবি'ই কমিশন নেয়'।

৫টি প্রেসের ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ জব্দ : এনসিটিবি সূত্র জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষের (২০১২) মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে এনসিটিবি'র কিনে দেয়া কাগজের পরিবর্তে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহারের দায়ে রাজধানীর পাঁচটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ জব্দ করেছে এনসিটিবি। প্রেসগুলো হলো- আজিজ প্রিন্টিং প্রেস, প্রিন্টিং ল্যান্ড এ্যান্ড প্যাকেজিং, ম্যাগনেট পাবলিকেশন্স, মোল্লা আর্ট প্রেস এবং লামিয়া আর্ট প্রেস। এসব প্রতিষ্ঠান প্রায় পাঁচ লাখ পাঠ্যবই ছাপার কাজ নিয়েছিল। এবার এসব প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। গত বছরও এ ধরনের প্রতারণার দায়ে ১৪টি প্রেস'কে চার বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করেছিল এনটিসিবি।